দৈনিক স্টেটসম্যান

নবদিগন্ত

শনিবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নতুনত্বের আহ্বানে ‘সঙ্গীত-পিয়াসী’

নিজস্ব প্রতিনিধি– সাফল্যের সঙ্গে সাতাশ বছর পার করে উত্তম মঞ্চে আঠাশতম বার্ষিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করল বিখ্যাত তবলাশিল্পী পণ্ডিত সমর সাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান ‘সঙ্গীত পিয়াসী’। ছাত্র তৈরির গুরুমন্ত্র নিয়ে সমর সাহার এই প্রতিষ্ঠান তিলে তিলে বেড়ে উঠেছে নানান কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। সঙ্গীতানুষ্ঠান ও খ্যাতনামা শিল্পীদের সম্মানজ্ঞাপন ছাড়াও নবীন প্রতিভাদের মঞ্চে উপস্থাপনা ও তাদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে থাকে সঙ্গীত-পিয়াসী। এছাড়া রয়েছে দুস্থ শিল্পীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানই সর্বপ্রথম সম্মান জানিয়েছে যন্ত্রনির্মাতা ও শব্দস্রষ্টাদের। যেমন এবার সম্মানিত হলেন তবলা নির্মাতা শ্যামল দাস। এবারের ১৬ (সান্ধ্য) ও ১৭ আগস্টের (সারারাতব্যাপী) অনুষ্ঠান নিবেদিত বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী প্রয়াত পণ্ডিত অরুণ ভাদুড়ীর উদ্দেশ্যে। প্রতিষ্ঠানের জন্ম থেকেই নানাভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন প্রয়াত শিল্পী এবং ১৯৯১ সালে ‘সঙ্গীত-পিয়াসী’র সর্বপ্রথম অনুষ্ঠানেও সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন অরুণ ভাদুড়ী।

প্রতি বছরই অনুষ্ঠানে কিছু নতুনত্ব নিয়ে আসে প্রতিষ্ঠানটি। এবারের অভিনবত্ব ছিল ১৭আগস্টের অনুষ্ঠানে, যেখানে সব ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে শুধুই মহিলা শিল্পীরা এবং এই প্রয়াস সম্ভবত কলকাতা ও ভারতে প্রথম। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে (১৬ আগস্ট) সম্মাননা জ্ঞাপন করা হল বেনারস ঘরানার পাখোয়াজবাদক পণ্ডিত বিশ্বম্ভর মিশ্রকে। বুন্দা রাধাকৃষ্ণণের শ্লোক দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। এরপর স্কলারশিপপ্রাপ্ত নবীন প্রতিভারা

প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা হল প্রথম দিনের অনুষ্ঠান

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন আরতি মুখোপাধ্যায়

দেখাল তাদের দক্ষতা। তবলায় ওম মিশ্রকে নিয়ে হৃদ্দিক মিশ্র শোনালো সারেঙ্গীতে পূরিয়া ধানেশ্রী। বেহালার দুটি বন্দীশে শায়রী দত্তের সঙ্গে তবলা সহযোগিতায় দেবজ্যোতি বোসের অনুষ্ঠানের পর সুপ্রভাত ভট্টাচার্যের সঙ্গীতের সঙ্গে বেহালায় মেঘ রাগের পরিবেশন অঙ্গিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এরপর ধ্রুপদী ব্যানার্জির কণ্ঠে কেদারের রূপ জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর তবলার আবহে। সেতার ও তবলায় নিজেদের তালিমের সুনাম বজায় রাখল পার্থ মণ্ডল ও নবাগত ভট্টাচার্য। একক তবলাবাদনে লক্ষণীয় হর্ষিত সোনি, সঙ্গে হারমোনিয়াম সহযোগিতায় গোরাচাঁদ ভৌমিক। শেষে পাখোয়াজ পরিবেশন করলেন অতিথি শিল্পী প্রফেসর বিশ্বম্ভরনাথ মিশ্র। তাঁর সঙ্গে সারেঙ্গীতে ছিলেন পঙ্কজ মিশ্র। অনুষ্ঠানটির গ্রন্থনায় ছিলেন দেবাশিস বোস, দীপন পাল, স্বপ্না দে।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন নিয়েই শ্রোতাদের ছিল বিশেষ আগ্রহ। এদিনের অনুষ্ঠানেও ছিল পণ্ডিত অরুণ ভাদুড়ীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন স্বর্ণযুগের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়। সারারাতব্যাপী অনুষ্ঠানের শুরু নয়নিকা সেনগুপ্তর পরিবেশন দিয়ে। তাঁর উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য— একই সঙ্গে তবলা বাজিয়ে গান, যেটি মেয়েদের মধ্যে শোনা যায় না এবং অল্প বয়সেই এই ধরনের প্রচেষ্টা খুবই উল্লেখযোগ্য। তালের ওপর দখল নিয়ে নয়নিকার ইমন ত্রিতাল বন্দীশ (‘গুরু বিন ক্যায়সে’) ও ভজন (মারো প্রণাম বাঁকে বিহারিজী) বৈশিষ্ট্যময়। এরপর ছিল রেশমা পণ্ডিতের তিনতালে তবলা লহরা। হারমোনিয়মে পারমিতা মুখার্জিকে নিয়ে রেশমার কলকাতায় এটি প্রথম অনুষ্ঠান। রেশমার স্ট্রোকে রয়েছে গতিময়তা ও পরিচ্ছন্নতা। আশা করা যায় গুরুর সুতালিমে ছোটখাটো ত্রুটি কাটিয়ে আগামী দিনে আরও পরিণত হয়ে উঠবে। রাগেশ্রী দাসের সুরেলা কণ্ঠে প্রথম পরিবেশন রাগ রাগেশ্রীতে বিলম্বিত (‘মনমোহন’) ও দ্রুত ত্রিতাল (বাঁসিয়া বাজায়ে সাবরিয়া)। পরবর্তী খাম্বাজ ঠুমরিটি (দেখে বিন নহী) শুনতে ভালো লাগে। শেষ পরিবেশন শিপ্রা বসুর গাওয়া বাংলা রাগপ্রধান ‘কেন ফিরে গেলে অভিমানে’। রাগেশ্রীর সঙ্গে তবলা সহযোগিতায় যথার্থ মুন্সীয়ানা দেখিয়েছে সুনয়না ঘোষ। আর রূপশ্রী ভট্টাচার্যর হারমোনিয়াম বাদন নিয়ে নতুন করে বলা বাহুল্যতা। প্রয়াত পণ্ডিত সারোদিয়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ছাত্রী দেবস্মিতা ভট্টাচার্য বর্তমান প্রজন্মের এক উজ্জ্বল মুখ। নিজগুণে ইতিমধ্যেই ধ্রুপদী সঙ্গীত জগতে স্থান করে নেওয়া দেবস্মিতার বলিষ্ঠ অথচ নমনীয় গাম্ভীর্যময় স্ট্রোকের মিষ্টত্বে বিকশিত, রাগ কৌশিক-কানাড়ায় আলাপ-জোড়-ঝালার এক সৌন্দর্যময় রূপ। গুরুর কমপোজিশনে ত্রিতাল বিলম্বিত গৎ, মধ্যলয় বন্দীশ ও দ্রুত ত্রিতাল গত (গুরুর সৃষ্টি) চমৎকার বোল-বাণী ও সঠিক স্বরবিন্যাস, স্ট্রোকের মিষ্টত্বে প্রকশিত রাগের লালিত্য।

এরপর তিনের পাতায়

নতুনত্বের আহ্বানে ‘সঙ্গীত-পিয়াসী’

একের পাতার পর

ঠিক তেমনই সৌকর্যময় ও সহযোগিতা নবীন প্রজন্মের আরেক অসাধারণ প্রতিভা রিমপা শিবের। সুতালিমপ্রাপ্ত রিমপার বাজের সৌন্দর্য ও দ্রুতে অতি পরিষ্কার বোলবাণী মুগ্ধ করে শ্রোতাদের। পরবর্তী অধ্যায়ে ছিল প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে স্কলারশিপ প্রদান। এর পরের আকর্ষণ ছিল শিঞ্জিনি কুলকার্নির চমৎকার কত্থক নৃত্য প্রদর্শন। পণ্ডিত বিরজু মহারাজের এই প্রপৌত্রীর তালিম সহজেই অনুমেয়। কত্থকের ‘অদা’, ‘লচক্’ ও ‘ভাব’ নিয়ে তার লীলায়িত মাধুর্যময় ভঙ্গিমা অতীব দৃষ্টিনন্দন ও মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে দর্শকদের। তিনতাল ও ধমারে ‘উপজ’, ‘ঠাট’, ‘উঠান’, ‘তেহাই’, ‘পরন্ত’, ‘রেলা’, দ্রুতে ‘আলিঙ্গন’, তিহাই ইত্যাদি ছিল অপূর্ব। শেষের পরিবেশন ছিল একটি ঠুমরি (জাগে হো কহি রৈন)। শিল্পীর সঙ্গে খুবই সমন্বোতাপূর্ণ, সুন্দর সহযোগিতা ছিল দীপমালা ভট্টাচার্য (তবলা), পল্লবী দে (বোল-পরন্ত) ও হারমোনিয়ামে রূপশ্রী ভট্টাচার্য।

পণ্ডিত অরুণ ভাদুড়ীর কৃতী ছাত্রী ইন্দ্রাণী মুখার্জির প্রথম পরিবেশন ললিত— বিলম্বিত (হে পরমেশ্বর), দ্রুত একতাল বন্দীশ, তরানা (ত্রিতাল)। পরে একটি ঝুলা পরিবেশন করেন তিনি। ইন্দ্রাণীর কণ্ঠ সুরেলা ও শিল্পীর প্রচেষ্টা ছিল ললিতের আবেগময় সৌন্দর্য স্বরবিন্যাসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার। একতাল বন্দীশে (মিল গই মোহনিয়া) তানগুলি ছিল যথার্থ। ইন্দ্রাণীর তানকারি মনে করায় তাঁর গুরুকে। গুরুর সুন্দর কমপোজিশনেই ছিল দ্রুত ত্রিতাল তারানাটি। শিল্পীর সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন সঙ্গীতা অগ্নিহোত্রী (তবলা) ও পারমিতা মুখার্জি (হারমোনিয়াম)। ইন্দ্রাণীর সুগীত পূরব অঙ্গ ঝুলার সঙ্গে যথাযোগ্য সহযোগিতা ছিল পারমিতার। এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয় প্রতিষ্ঠিত শিল্পী বিদুষী মিতা নাগের সেতারবাদন দিয়ে। তিনি শোনালেন বসন্তমুখারি— আলাপ, জোড়, কালা এবং বিলম্বিত ও দ্রুত গৎ (ত্রিতাল), আর শেষে ভৈরবী ধুন। শিল্পীর সুনিয়ন্ত্রিত স্ট্রোকে বরাবরই পাওয়া যায় মিষ্টত্ব ও সাবলীলতা। এদিনও তিনি নিরাশ করেননি শ্রোতাদের। দক্ষ শিল্পীর আলাপ, বোল-বাণীতে বিকশিত বসন্তমুখারির অন্তর্নিহিত লালিত্যময় রূপ। রাগরূপের বিকাশে কোনও ত্রুটি রাখেননি শিল্পী এবং রাগের রূপটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তানগুলিও ছিল যথার্থ ও পরিষ্কার। তাঁর সঙ্গে সঙ্গতে ছিলেন নবীন যুগের তবলিয়া বিদুষী অনুরাধা পাল, যিনি বর্তমানে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁর বাদ্যকৌশলের নৈপুণ্যে এবং এদিনও শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন তিনি। শুনতে ভালো লাগে মিতা নাগের শেষ পরিবেশন ভৈরবী ধুনটি। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন স্বপ্না দে, সোনালী চ্যাটার্জি ও লাজবন্তী গাঙ্গুলি। এই ধরনের অভিনব অনুষ্ঠানের জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য ‘সঙ্গীত-পিয়াসী’র।

epaper.thestatesman.com